33

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

৯৬ সাল থেকে ষষ্ঠ, নবম একাদশ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হবে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ সরকার ১৯৯৬-এর জানুয়ারী থেকে ষষ্ঠ, নবম ও একাদশ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দিক নির্দেশনা, নীতিমালা নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনা বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকদের নিয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৯টি বিষয় ভিত্তিক বিশষজ্ঞ টিম কাজ করছে। নীতি নির্ধারণ, মূল্যায়ন এবং পুনঃ মূল্যায়নের পর আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, সরকার শিক্ষাকে কর্ম ও উপার্জনমুখী এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার স্তর, বিষয় তালিকা ও শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাসে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীকে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক এ তিন স্তরে বিভক্ত করে সাধারণ শিক্ষা, ভোকেশনাল শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা এ তিন উপব্যবস্থায় গোটা শিক্ষা কাঠামো সাজানোর ব্যবস্থা করেছে। আপাতত দৃষ্টিতে কাঠামো বিভক্ত মনে হলেও বিষয় বিন্যাসে শিক্ষাস্তর হবে সমন্বিত।

নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা থাকলেও মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে শুরু হবে তিনটি উপব্যবস্থার শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে তিন বিভাগেই সাধারণ আবশ্যিক বিষয়ক (ইংরেজী, বাংলা ও গণিত), অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় এবং নৈর্বাচনিক বিষয়গুলোর জন্য নাম্বার ধার্য করা হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ও বাংলা হবে সাধারণ আবশ্যিক বিষয়। এ স্তরে অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় এবং তার জন্য কোন নম্বর বরাদ্দ থাকবে না। মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা এবং ভোকেশনাল শিক্ষা উভয় ব্যবস্থায়ই ধর্ম শিক্ষা চালু করা হবে বলে সূত্র জানায়।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-এ তিনটি শাখা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকবে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও ইসলামী শিক্ষা-এ পাঁচ শাখা। এ উপব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ১ হাজার আবশ্যিক নম্বারের পরিবর্তে ১১শ' এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১২শ' নম্বার থাকবে। বছরে শিক্ষা ঘন্টা হবে ১২শ'।

ভোকেশনাল শিক্ষা উপব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি ভোকেশনাল শাখা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা-এ দু'টি শাখা থাকবে। এ উপব্যবস্থায় উভয় স্তরে প্রতি বছরের পাঠদান কাল হবে ১৪৪০ শিক্ষা ঘন্টা। এ ছাড়া ৮ সপ্তাহ করে বাস্তব প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ, বিজ্ঞান, তাজবিদ, হিফযুল কুরআন ও ব্যবসায়-এ পাঁচটি শাখা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ, বিজ্ঞান, তাজবিদ, কুরআন ও ব্যবসায়-এ চারটি শাখা থাকবে। এ ব্যবস্থার পাঠদান কাল ও নম্বর বন্টন হবে সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থার মত। সূত্র মতে, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে এ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ে ভোকেশনাল শিক্ষা উপব্যবস্থা চালু হবার পর সাধারণ শিক্ষার তুলনায় বেসরকারী ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ভোকেশনাল শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে।